بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত সা'দ বিন মুআয ও হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজিআল্লাহু আনহুম এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ১৭ জুলাই ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবায় হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। আহযাবের যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এত গুরুতরভাবে আহত হন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মহানবী (সাঃ) তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু খাটিয়েছিলেন যেন কাছে থেকে তার শুশ্রূষা করতে পারেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ)এর ক্ষত শুকিয়ে ভালোর দিকে যাচ্ছিল তিনি তখন দোয়া করেন, হে আমার প্রভু! তুমি জান, সে জাতির বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে জিহাদের বাসনা কত প্রবল যারা তোমার রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে তার স্বদেশ থেকে দেশান্তরিত করেছে। হে আমার প্রভু! আমি মনে করি এখন আমাদের এবং কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে যদি এখনও কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে আমাকে এতটুকু অবকাশ দাও যেন আমি তোমার পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের যদি অবসান ঘটে থাকে তাহলে এখন আমার ধমনী খুলে দাও আর এই আঘাতকে আমার শাহাদতের কারণ বানিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে সে রাতেই সা'দের ক্ষতস্থান ফেটে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। মহানবী (সাঃ) যখন তা জানতে পারেন, তখনই তিনি তার কাছে আগমন করেন এবং তার মাথা নিজের কোলে তুলে নেন আর তাকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এরপর মহানবী (সাঃ) দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্ ! সা'দ তোমার পথে জিহাদ করেছে এবং তোমার রসূলের সত্যায়ন করেছে আর তার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সে তা পালন করেছে, অতএব তুমি তার আত্মাকে সেই কল্যাণে ধন্য করে গ্রহণ কর যদ্বারা তুমি কারো আত্মাকে গ্রহণ করে থাক।" তখনও হযরত সা'দ (রাঃ)এর কিছুটা চৈতন্য ছিল, অর্থাৎ তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন, মহানবী যখন (সাঃ) এর কথা বা দোয়া শুনে তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসুল (সাঃ)! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসুল।"

হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, হযরত সা'দ-এর মৃত্যুতে মহানবী (সাঃ) খুবই মর্মাহত হন। আর বাস্তবেই, তখনকার পরিস্থিতিতে হযরত সা'দের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। আনসারদের মাঝে হযরত সা'দ-এর পদমর্যাদা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মুহাজিরদের মাঝে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ছিল। নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, ইসলামসেবা এবং রসূলপ্রেমের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যা খুব কম মানুষই অর্জন করতে পারে। তার চালচলন ও উঠাবসা থেকে প্রতীয়মান হতো যে, ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি ভালোবাসা তার আত্মার খাদ্যস্বরূপ। আর তিনি স্বীয় গোত্রপ্রধান ছিলেন বিধায় তার আদর্শ আনসারদের মাঝে অতি গভীর ও কার্যকরী প্রভাব রাখতো। এমন যোগ্য একজন আধ্যাত্মিক সন্তানের মৃত্যুতে মহানবী (সাঃ)এর দুঃখ পাওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তিনি (সাঃ) পরম ধৈর্য ধারণ করেন এবং ঐশী সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেন আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর জানাযা যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সা'দ-এর বৃদ্ধা মাতা (সন্তানের প্রতি) ভালোবাসার আবেগে কিছুটা উচ্চস্বরে তার জন্য বিলাপ করেন আর সেই বিলাপে তিনি তৎকালীন রীতি অনুসারে সা'দ (রাঃ)এর কতিপয় গুণাবলী বর্ণনা করেন। যদিও মহানবী (সাঃ) নীতিগতভাবে বিলাপ করা পছন্দ করতেন না তথাপি তিনি (সাঃ) এই বিলাপের আওয়াজ শোনার পর বলেন, যেসব মহিলা বিলাপ করে তারা অনেক মিথ্যা বলে থাকে, কিন্তু সা'দ (রাঃ)এর মাতা এখন যা কিছু বলছেন তার সবই সত্য ও সঠিক। এরপর মহানবী (সাঃ) তার জানাযা পড়ান এবং দাফন করার জন্য স্বয়ং সাথে যান আর তাকে সমাহিত করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন এবং পরিশেষে দোয়া করার পর সেখান থেকে ফিরে আসেন। সম্ভবত এরই ফাঁকে কোন এক সময় তিনি (সাঃ) বলেছেন,"সা'দ (রাঃ)এর মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশ আনন্দে দুলতে থাকে।" অর্থাৎ পরজগতে খোদার রহমত সানন্দে হযরত সা'দ (রাঃ)এর রূহ বা আত্মাকে স্বাগত জানিয়েছে।

হযরত সা'দ (রাঃ) স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তার জানাযা উঠানো হয় তখন মুনাফিকরা বলে, হযরত সা'দ (রাঃ)এর মতো হালকা শবদেহ আমরা আর কারো দেখিনি আর এমনটি হয়েছে বনু কুরায়যা সংক্রান্ত তার সিদ্ধান্তের কারণে। অর্থাৎ তারা এটিকে নেতিবাচক রূপ দিতে চাচ্ছিল। মহানবী (সাঃ)কে যখন এ বিষয়ে অবগত করা হয় তখন তিনি (সাঃ) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! সা'দের জানাযা তোমাদের কাঁধে হালকা অনুভুত হওয়ার কারণ হলো, তার জানাযা ফিরিশ্তারা বহন করছে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) বলেন, সা'দ বিন মুআযের (রাঃ) জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশ্তা উপস্থিত হয়েছিলেন যারা ইতিপূর্বে কখনোই পৃথিবীতে অবতরণ করে নি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যারা জান্নাতুল বাকীতে হযরত সা'দ বিন মুআযের কবর খনন করেছিলেন, আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমরা যখনই কবরের কোন অংশের মাটি খনন করি, তখনই কস্তুরির সুবাস পাই। মৃত্যুকালে হযরত সা'দ বিন মুআযের (রাঃ) বয়স ছিল মাত্র সাইত্রিশ বছর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)'র দাফন শেষে ফিরে আসছিলেন, তাঁর অশ্রুজল উনার শ্মশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। হযরত সা'দের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে; তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে আমি দুর্বল মানুষ, তবে তিনটি বিষয়ে আমি খুব সবল।' 'প্রথমত আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কাছে যাই শুনেছি, সেটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি; দ্বিতীয়ত আমি নামায পড়ার সময় নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামায ছাড়া অন্য কোন চিন্তা মাথায় আসতে দেই নি।' 'তৃতীয়ত যখনই কারো জানাযা উপস্থিত হয়, তার স্থলে আমি নিজেকে মৃত জ্ঞান করে ভাবি যে, সে কী বলবে এবং তাকে কী জিজ্ঞেস করা হবে; যেন সেই প্রশ্নোত্তর আমার সাথেই ঘটছে।'

হযরত আয়েশা বলতেন, 'আনসারদের তিনজন এমন ব্যক্তি ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পরে আর কাউকে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হতো না; তারা ছিলেন হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রাঃ)।'

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সেই দশজন সাহাবীর অন্যতম, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। এই দশজন সাহাবীকে 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্' বলা হয়ে থাকে। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তাদের মধ্যে সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত সা'দের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার কন্যা বলেন, হযরত সা'দ বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি অন্ধকারের অমানিশায় রয়েছি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ আমি দেখি যে, চাঁদ উঠেছে আর আমি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি দেখি-আমার আগেই হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত আলী ও হযরত আবু বকর চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কখন আসলেন? তারা উত্তরে বলেন, 'আমরা এখনই আসলাম।" হযরত সা'দ বলেন, "আমি পূর্বেই সংবাদ পেয়েছিলাম যে, মহানবী (সাঃ) সংগোপনে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছেন। তাই আমি আজইয়াদ উপত্যকায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি ও মুসলমান হয়ে যাই।

অতি প্রারম্ভে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র তবলীগে এমন পাঁচজন ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন, যারা ইসলামে প্রখ্যাত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন। তাদের মধ্যে তৃতীয়জন ছিলেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। হযরত উমর (রাঃ)এর যুগে তার হাতেই ইরাক বিজিত হয় এবং আমীর মুআবিয়ার যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেরা পর্বতে ছিলেন আর সেটি কাঁপছিল। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, হে হেরা! স্থির হও। কেননা তোমার ওপর নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ ব্যতীত কেউ নেই। সে পর্বতে তখন মহানবী (সাঃ), হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিআল্লাহু আনহুম ছিলেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যে কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)'র ওপর ন্যস্ত ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। এক বর্ণনা অনুযায়ী, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ্! সা'দ যখনই তোমার সমীপে দোয়া করবে তুমি তার দোয়া কবুল করো; হে আমার আল্লাহ্! তার তির যেন লক্ষ্য ভেদ করে এবং তার দোয়া তুমি কবুল করো।' মহানবী (সাঃ)-এর এই দোয়ার কল্যাণেই তিনি দোয়া কবুলিয়্যতের ক্ষেত্রে সুখ্যাতি রাখতেন।

মহানবী (সাঃ)এর মদিনায় হিজরতের পরপরই হযরত সা'দ (রাঃ) রাত্রিকালে যেভাবে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছেন ঠিক তদ্রুপ খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময়কার আরেকটি ঘটনা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) লিখেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) পাহারা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। অন্য সাহাবীরা যেভাবে পাহারা দিতেন মহানবী (সাঃ)ও তাদের সাথে একইভাবে (পালা করে) পাহারা দিতেন আর ঠান্ডায় তিনি অবসন্ন হয়ে পড়তেন। এমন অবস্থা হলে তিনি (সাঃ) ফিরে এসে আমার সাথে কিছুক্ষণ লেপের মধ্যে শুয়ে থাকতেন কিন্তু শরীর একটু গরম হতেই পুনরায় পরিখার সুরক্ষার জন্য চলে

যেতেন। এভাবে অনবরত অনিদ্রার কারণে তিনি (সাঃ) একদিন ভীষণভাবে অবসন্ন হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় একদিন রাতের বেলা তিনি (সাঃ) বলেন, হায়! যদি কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান থাকত তাহলে আমি স্বস্তিতে কিছুটা ঘুমাতে পারতাম। এমন সময় বাহির থেকে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)'র আওয়াজ আসে। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি এখানে কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। তিনি (সাঃ) বলেন, আমাকে পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন নেই তুমি বরং অমুক স্থানে যাও যেখানে খন্দক বা পরিখার পাড় ভেঙে গেছে আর সেখানে গিয়ে পাহারা দাও যেন মুসলমানরা সুরক্ষিত থাকে। অতএব সা'দ (রাঃ) সেখানে পাহারা দেওয়ার জন্য চলে যান এরপর মহানবী (সাঃ) কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ)এর বাকি স্মৃতিচারণ পরবর্তীতে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পরিশেষে মোকাররম মাষ্টার আব্দুস সামী খান সাহেব ও মোকাররম সৈয়দ মুজীবুল্লাহ সাদেক সাহেব এর প্রশংসাসূচক গুনাবলীর বর্ণনা করে স্মৃতিচারণ করেন এবং মরহুমদ্বয়ের সঙ্গে মোকাররম রানা নঈমুদ্দিন সাহেবেরও গায়েব নামাযে জানাযার আদায়ের ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ
اللّٰه رحمكم اللّٰه اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
17 July 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

সত্যের সন্ধানে

গতকাল ২৩ শে জুলাই থেকে ২৬ শে জুলাই ২০২০ চারদিন ব্যাপি পুনঃরায় 'সত্যের সন্ধানে' এম.টি.এ তে শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানটি আজ শুক্রবার হুজুরের লাইভ খুৎবা শেষে ভারতীয় সময়ানুযায়ী রাত্রি আট-টায় শুরু হবে। শনি ও রবিবার পূনরায় রাত্রি সাড়ে সাতটায় শুরু হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে *amjbirbhum@gmail.com*-এ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মোয়াল্লিম/মোবাল্লিগ সাহেবদের নিকট নিবেদন রইল।

সেখ মহাম্মদ আলী
জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম